প্রথম আলো

তারিখ ... 5 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বদলের অঙ্গীকার করল ছাত্রলীগ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

নিজেদের বদলানোর অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে গতকাল সোমবার ৬২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে এ দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়।

গতকাল দুপুর পৌনে একটায় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ওবায়দুল কাদের। পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি আকাশে ওড়ানো হয় জন্মদিনের রঙিন বেলুন, শান্তির পায়রা।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল, রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ইউনিটের ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা বর্ণিল ব্যানার, পোস্টার, প্ল্যাকার্ড নিয়ে সমবেত হতে থাকেন অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে। দুপুর একটা ৫ মিনিটে কলাভবনের দক্ষিণ পাশের সড়ক থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের দলীয় কার্যালয়ে পৌঁছাতে প্রায় দুই ঘণ্টার পথ অতিক্রম করে। এ সময়ে শোভাযাত্রাটি টিএসসি, শাহবাগ মোড়, কাকরাইল ও পুরানা পল্টন মোড় হয়ে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় রাজধানীজুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। বিকেল পর্যন্ত সেই জট আর ছাড়েনি।

এর আগে শোভাযাত্রার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ওবায়দুল কাদের বলেন, দিনবদলের সনদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলার মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এটি বাংলার ১৬ কোটি মানুষের মুক্তির সনদ। তা করতে হলে সবার আগে নিজেদের বদলাতে হবে। বদলাতে হবে নিজেদের মন ও মানসিকতা। মুছে দিতে হবে অতীতের সব জঞ্জাল, বেদনা, কলঙ্ক আর দুর্নাম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ও আওয়ামী লীগের অনেক নেতা উপস্থিত ছিলেন। শোভাযাত্রা উদ্বোধনকালে তাঁরা বলেন, ছাত্ররাজনীতিতে মেধাবীদের জায়গা করে দিতে হবে। তা না হলে ছাত্ররাজনীতি মেধাশূন্য হয়ে পড়বে। মেধাশূন্য হবে জাতীয় দেশ, প্রশাসন, রাজনীতি ও জাতীয় সংসদ। মেধাবী শিক্ষার্থীদের ছাত্রলীগের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান তাঁরা।

আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতারা আরও বলেন, এসব কিছু অতিক্রম করতে পারলে রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে, যা দেশে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। বাংলাদেশও এগিয়ে যাবে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে সমান তালে।

ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতা জাহাঙ্গীর কবির নানক, আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, লিয়াকত শিকদার, বলরাম পোদ্দার, সাইফুজ্জামান শিখর, ছাত্রলীগ নেতা অপর্ণা পাল, গাফফারী রাসেল, জাফরুল শাহরিয়ার জুয়েল, যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম, জসিম উদ্দিন, ইকবাল মাহমুদ বাবলু, সোহেল রানা টিপু, সাজ্জাদ সাকিব বাদশা প্রমুখ।

জাসদ ছাত্রলীগ: এদিকে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে জাসদ ছাত্রলীগ। ডাকসু ভবন চত্বরে অনুষ্ঠান করা হয়। এর উদ্বোধন করেন হাসানুল হক ইনু। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাঈনুদ্দিন খান বাদল, শিরিন আখতার, সৈয়দ নুরুল আম্বিয়াসহ আরও অনেকে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে ডাকসু চত্বর থেকে একটি বর্ণিল শোভাযাত্রা বের করা হয়।

প্রসঙ্গত, মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে ছাত্রলীগ বিভক্ত হয়ে যায়। সংগঠনটির একাংশ আওয়ামী লীগ এবং আরেক অংশ জাসদকে সমর্থন দেয়। বর্তমানে আওয়ামী লীগ এবং জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগ পৃথকভাবে ছাত্ররাজনীতিতে সক্রিয় রয়েছে। মাঝখানে জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগ একই নামে বিভক্ত হয়ে সক্রিয় থাকলেও এখন অন্য অংশগুলোর কর্মকাণ্ড নেই।